তারিখ 14 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

সানাউল হক সানী ●

ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। শিক্ষকতার কোনো পূর্বঅভিজ্ঞতা নেই তার। পড়াশোনা করেছেন গণিত বিষয়ে। দীর্ঘদিন চাকরি করেছেন তথ্য অধিদপ্তরে। লবিংয়ের জোরে হঠাৎ তিনি হয়ে গেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) সহযোগী অধ্যাপক। এ নিয়োগের জন্য তাকে কোনো ভাইভা পর্যন্ত দিতে হয়নি। উপরন্তু গণিতে পড়াশোনা করলেও নিয়োগ পেয়েছেন জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে। জাবিতে ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে গণিত বিভাগে ভর্তি হওয়া ওই শিক্ষক স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে মানোন্নয়ন দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। শিক্ষাজীবনে শুধু এসএসসিতেই প্রথম বিভাগ পেয়েছেন তিনি।

> ➤ বাড়ছে না শিক্ষকতার মান
>
> ➤ গণিতে পাস করে সাংবাদিকতার শিক্ষক

কেবল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, দেশের প্রায় সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াই এমন প্রশ্নবিদ্ধ। দলীয়করণের ভূত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। মেধার বিপরীতে দলীয় বিবেচনা, ভিসিপন্থি নিয়োগ, স্বজনপ্রীতি, মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ ও সরকারের নীতিনির্ধারকদের খবরদারিতে তুলনামূলক অযোগ্য ও কম মেধাবীদের নিয়োগ দিতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হচ্ছেন মেধাবীরা, যথার্থ পাঠগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পশুপালন বিভাগে স্নাতক এবং খামারবিদ্যা বিভাগে স্নাতকোত্তর

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ডিগ্রি লাভ করেন এ কে এম আবদুল আহাদ বিশ্বাস। একই বিভাগে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। কিন্তু বর্তমানে তিনি দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষকতা করছেন। পাশাপাশি এই বিভাগের চেয়ারম্যান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পেয়েছেন। যে বিভাগে আবদুল আহাদ বিশ্বাস স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন, তার সঙ্গে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে তার কাছ থেকে বিভাগের শিক্ষার্থীরা কী শিখবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আবদুল আহাদ বিশ্বাসসহ এই বিভাগে মাত্র তিনজন শিক্ষক রয়েছেন। এর মধ্যে একজন শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করছেন। এই বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। আহাদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাবিষয়ক কোনো উচ্চশিক্ষাও নেই।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে লবিং ও রাজনৈতিক পরিচয় প্রাধান্য পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মেধাবীরা। ভেঙে পড়ছে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা। নানা তদবিরে নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষক শিক্ষকতার বাইরে তাদের নিজেদের কর্ম ও রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। গবেষণা বা পাঠদানে নেই তাদের মনোযোগ।

তবে সম্প্রতি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরে আরেকটি পরিচয় গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ঘিরে। উপাচার্যের পছন্দসই প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে কোনো দলীয় পরিচয় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না বলে জানিয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক। বর্তমানে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকদের মধ্যে উপাচার্যপন্থি ও উপাচার্যবিরোধী পক্ষ রয়েছে। রাজনৈতিক পরিচয়ে এসব উপাচার্য নিয়োগ পেয়ে থাকেন। নিজেদের বলয়কে শক্তিশালী করতে কেবল অনুগতদেরই শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রাজনৈতিক নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যদের 'ভিসি লীগ' গঠনকে ভালোভাবে দেখেন না খোদ লীগপন্থি অথচ বঞ্চিত শিক্ষকরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নেতা বলেন, ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও দলীয় লোকজন নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাহলে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নীল দলের প্যানেল প্রায় সব ভোটই পেত। কিন্তু প্রতি বছরই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়।

জানা যায়, শিক্ষকরা বিভিন্ন কনসালট্যান্সি ফার্ম, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস, বহুজাতিক কোম্পানির পরামর্শক হিসেবে কাজ করে সময় নষ্ট করেন। ক্লাসের জন্য বরাদ্দ সময়গুলোতেও তাদের পাওয়া যায় না। শিক্ষকদের মূল কাজ গবেষণা আর পাঠদান হলেও তাদের অনীহা এ দুটি জায়গায়। ফলে প্রতিবছরই দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানই হচ্ছে না। এ ছাড়া অনেক শিক্ষক বৃত্তি নিয়ে বিদেশ গিয়ে আর ফেরত আসেন না। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক শিক্ষাসেবা ব্যাহত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনভাবে চালু হয়েছে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগ। সম্প্রতি এ বিভাগে চারজন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিস্ময়কর হলেও সত্যি, নিয়োগপ্রাপ্ত চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজনও বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করেননি। নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা হলেন মো. মাহফুজুর রহমান, শিল্পী বেগম, মোহসিনা ইসলাম ও শেখ জিনাত শারমীন। শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপনে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীদের এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫-এর মধ্যে ন্যূনতম ৪.২৫ এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি অথবা সিজিপিএ-৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫০ পেতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকদের মধ্যে মাহফুজুর রহমান উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৩.৭০, শিল্পী বেগম স্নাতক সম্মানে সিজিপিএ-৩.৪৫, মোহসিনা ইসলাম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় জিপিএ-৩.৭০ ও শেখ জিনাত শারমীন স্নাতক সম্মানে সিজিপিএ-৩.৪৭ পেয়েছেন। অর্থাৎ এদের কেউ আবেদনের শর্ত পূরণ করেননি। দুটি শিক্ষক পদে নিয়োগ পেতে আবেদন করেছিলেন মোট ২৫ জন। এর মধ্যে প্রার্থী নির্বাচনী সভায় সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত ছিলেন আটজন। নির্বাচনী সভার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রার্থী তালিকা থেকে দেখা যায়, উপস্থিত আটজন প্রার্থীর মধ্যে যে চারজনকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই আবেদনের শর্ত পূরণ করেন। কিন্তু তাদের কেউই নিয়োগ পাননি।

শিক্ষক নিয়োগে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগে। এ বিভাগের ৪টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি ৯ জনকে। এদের মধ্যে মাস্টার্স পাস না করেই ৩ জন নিয়োগ পেয়েছেন। যদিও চারটি শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার বিষয়টি জানে না সংশ্লিষ্ট বিভাগ।

সূত্র জানায়, কয়েক মাস আগে ওই বিভাগে ছুটিজনিত শূন্য পদের বিপরীতে ৪টি অস্থায়ী প্রভাষক পদে আবেদন আহ্বান করা হয়। এতে বলা হয়, প্রভাষক পদে আবেদনকারীকে অবশ্যই ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল অথবা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করতে হবে। এ ছাড়া উভয়টিতে প্রথম শ্রেণি অথবা জিপিএ/সিজিপিএ স্কেল ৪-এর মধ্যে ৩ দশমিক ৫০ অথবা কোনো বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমমানের ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মাস্টার্স শেষ করার পূর্বে কারো শিক্ষক হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ মাস্টার্স শেষ না হওয়া সত্ত্বেও তিনজনকে শর্ত শিথিল করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন ঘটনা বিরল। মাস্টার্স শেষ না করেও নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা হলেন তানভীর আহমেদ, মো. নূরুস সাকিব ও সজীব বড়ুয়া। যদিও উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এ শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ফলিত রসায়ন ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে 'প্রকৃত সত্য উঠে আসেনি' বলে দাবি করেন। তিনি স্নাতকোত্তর ছাড়া শুধু স্নাতক সম্পন্ন করা তিনজনকে অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা স্বীকার করে তা যথাযথ নিয়মের মধ্যে করা হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, শূন্য পদের বিপরীতে ওই বিভাগে 'সিএনডি কমিটির' সুপারিশের ভিত্তিতে নয়জনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর মধ্যে বুয়েট থেকে স্নাতক শেষ করা তিনজন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। স্নাতকোত্তর শেষ করার পর যাদের চাকরি স্থায়ী করা হবে বলে নিয়োগের শর্তে উল্লেখ আছে। এর কারণ হিসেবে উপাচার্য বলেন, পাকিস্তান আমল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্সে এনাটমি, ফিজিওলজি পড়ানোর জন্য শুধু এমবিবিএস পাস করাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। তারা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের পরই উচ্চতর ডিগ্রি নিত। কেমিকৌশল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগও তেমনি একটি বিভাগ, যেখানে প্রকৃত ইঞ্জিনিয়ার দরকার। বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে তিনবার চাকরির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি। চতুর্থ দফায় বিজ্ঞাপনের পর নিয়োগ বোর্ড ২৩ প্রার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়। এর মধ্যে পাঁচজন ছিল বুয়েটের। ভাইভা, ফলাফল সবদিক বিবেচনা করে নিয়োগ বোর্ড সর্বসম্মতিক্রমে নয়জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. এম আবদুস সোবহান ২৩০টি পদের বিপরীতে ৩৬৫ জন শিক্ষক নিয়োগ দেন। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার ফলে এ সময় প্রায় ৭৯ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি দেখা দেয়।

সূত্র জানায়, ইউজিসির অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও শূন্য পদের অতিরিক্ত এসব শিক্ষকের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্ট্যাডিজ বিভাগে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিতে গিয়ে মেধাবীদের বাদ দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ওলামা লীগ সভাপতিকে। জানা যায়, শিক্ষাজীবনের সব ক'টিতেই প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের বাদ দিয়ে শিক্ষাজীবনের মাত্র একটিতে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত রাজশাহী জেলা ওলামালীগ আহ্বায়ক মো. বারকুল্লাহ বিন দূরুল হুদা নিয়োগ পান।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই এখন রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন না অনেক ক্ষেত্রে। ভোট বাড়ানোর জন্য অযোগ্যদের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, এসব অপরাধ দূর করতে হলে সামাজিক চেতনা বাড়ানোর পাশাপাশি রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে শিক্ষকতাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষকদের সংখ্যা কম। আর নিয়োগ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ই দেখে। এসব বিষয়ে ইউজিসির কোনো করণীয় নেই। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পক্ষ থেকেই দক্ষ শিক্ষক নিয়োগে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, যে হারে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, সে হারে মানসম্পন্ন শিক্ষক আমরা জোগান দিতে পারছি না। আর ভালো ছাত্র হলেই যে একজন ভালো শিক্ষক হবেন সেটাও ঠিক নয়। তবে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করলে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আজাদ চৌধুরী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগে যে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে তা নিয়ম মেনেই হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য নষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষিত বা উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দিলে ভালো হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সব শিক্ষকের মানের উন্নয়ন ঘটছে না। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যাদের শিক্ষকরা উচ্চমানসম্পন্ন। অবশ্যই বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওপর ভিত্তি করেই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। মেধাবীরা যাতে বঞ্চিত না হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলে ধীরে ধীরে এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।